দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 23 JUN 1986 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ...

041

শিক্ষাঙ্গন

নিরক্ষরতা সমস্যা ও সমাধান

বহু সমস্যায় জর্জরিত আমাদের এই দরিদ্র দেশটিতে অন্যতম সমস্যা নিরক্ষরতা সমস্যা। জনসংখ্যাসহ অন্যান্য প্রধান সমস্যার জন্য মূলতঃ নিরক্ষরতা অনেকাংশে দায়ী। আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার আশংকাজনক ভাবে নগণ্য। যা একটি স্বাধীন দেশের জন্য কখনই কাম্য হতে পারে না। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের অভিপ্রায়ে আমাদের হাত-পা গুটিয়ে অথবা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করে ও সভা-সমিতি সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে প্রকৃত কর্তব্য থেকে বিরত থাকলে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কখনই ফলপ্রসূ হবে না।

কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের বাস্তব এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমতঃ এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের একজন করে নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর জ্ঞান দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্য উৎসাহজনক নম্বর সংযোজনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিরক্ষরতা দূরীকরণ সংগঠন থাকতে হবে এবং প্রতিদিন (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত) ছাত্রদের দিয়ে অন্ততঃ একটি ক্লাস সেখানে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়তঃ দেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে ব্যাপকভাবে। তাহলে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকগণ সন্তানদের শিক্ষা প্রদানে উৎসাহী হবেন।

চতুর্থতঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সম্পর্কিত অনুষ্ঠান এবং ব্যাপকভাবে আকর্ষণীয় গণ-শিক্ষার অনুষ্ঠান প্রচার করার মত সাধারণ এবং স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে হবে টেলিভিশন এবং রেডিওতে।

পঞ্চমতঃ শিক্ষার পর কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ কর্মের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

ষষ্ঠতঃ বাড়ীতে গৃহকর্মে নিয়োজিত গৃহ পরিচারিকা এবং অন্যান্য নিরক্ষরদের আন্তরিকতার সাথে অন্ততঃ সাক্ষরতার জ্ঞান দেয়ার ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।

"নিরক্ষরতা সমস্যা" আমাদের জাতীয় সমস্যা। কাজেই এর সমাধানের ব্যাপারে যথার্থ পদক্ষেপ নেয়ার দায়িত্ব আমাদের সবার এবং এই সমস্যা সমাধানে আমরা যদি এখন থেকেই সক্রিয় এবং সচেষ্ট না হই তাহলে এর ক্ষতিকর প্রভাব আমাদেরকেও প্রভাবান্বিত করবে। কাজেই এ ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক তথা আপামর জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে।

—ফারহানা ইসলাম (জন্মা)